No. 529. Registered No. C. 134. September, 1907.

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫২৯ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩১৪। সেপ্টেম্বর, ১৯০৭। | ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সূচীপত্র।



অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৴০, পশ্চাদেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 529. September, 1907.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫২৯ সংখ্যা। ভাদ্র, ১৩১৪। সেপ্টেম্বর, ১৯০৭। ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ জন্মোৎসব।

আজি বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব। নিয়ম পালন-রূপ কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধেই আজি আমাদিগকে অশ্রু মুছিতে মুছিতে সমবেত হইতে হইল। যিনি বামাবোধিনীর প্রবর্ত্তক, বামাবোধিনীর প্রাণময় পুরুষ, বামাকুলের চির-সুহৃদ্, যাঁহার ঐকান্তিক যত্নে আজি বামাবোধিনী, বামাকুলের এত যত্নের, এত আদরের সামগ্রী, সেই যত্নেশ্বর আজি আমাদিগকে অনাথ করিয়া, বামাবোধিনীকে অনাথা করিয়া অমরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। আজি এ দীনহীনের ভবন রামশূন্য অযোধ্যাগৃহ। এ দিনে, এ ভবনে, এ ঘটনায়, আজি আপনাদিগকে দেখিয়া এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের এই শুভ দিন স্মরণ করিয়া আমার মর্ম্ম বিদীর্ণ হইতেছে, এবং মর্ম্মের রক্ত অশ্রুরূপে বহির্গত হইতেছে। আপনারা আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রতি শ্রদ্ধা, বামাবোধিনীর প্রতি অনুরাগ ও এ দীনহীনের প্রতি করুণা করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। বামাবোধিনী আপনাদের প্রাণের সামগ্রী এবং ইহা আপনাদের রক্ষণীয়া সহোদরা। এক্ষণে বামাবোধিনীর স্থায়িত্ব ও ইহার জীবনের আশা ভরসা আপনারাই। আমি যতদুর অবগত আছি, মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি,—স্বদেশের বামাকুলের সর্ব্বাঙ্গীণ সমুন্নতি আমার পিতৃদেবের ব্রহ্মসাধনার ন্যায় অদ্বৈত সাধনীয় ছিল। আপনাদের সেই চিরহিতৈষী পিতৃস্থানীয় মহাপুরুষকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণাধিকা এ বামাবোধিনীর সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন বিষয়ে আপনারা কি অগ্রসর হইবেন না?

তিনি বামাকুলের দুর্গতিমোচনের জন্য পতিতপাবনের চরণে যে সকল মর্ম্মভেদী প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা কি শূন্যে বিলুপ্ত হইবে? কখনই নহে। আমি যেন দিব্য-

চক্ষে দেখিতেছি, তাঁহার অমর আত্মা দিব্য তেজে উদ্ভাসিত হইয়া আজি আমাদের সমক্ষেই আসিয়া অভয় দিতেছেন, বলিতেছেন—"ভয় নাই! ভয় নাই! বৎসগণ! কন্যাগণ! ভগ্নীগণ! ভয় নাই! ভয় নাই! এই যে আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি। আমার নশ্বর ভৌতিক দেহেরই বিলয় হইয়াছে, কিন্তু আমার অমর আত্মা আজি মঙ্গলময়ের প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া তোমাদিগকে দিবার জন্য উপস্থিত; এত দিনের পর আমার সাধনা পূর্ণ হইল। তোমরা এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ও ধারণ কর, তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।"

হে সমপ্রাণা ভগ্নীগণ! আইস, আমরা অদ্বৈত-প্রেম-সূত্রে প্রাণে প্রাণে গ্রথিত হইয়া আমাদের ঐ জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গীয় পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হই। ব্রহ্মকৃপায় ও ব্রহ্মময় পিতার আশীর্ব্বাদে আমাদের গন্তব্য পথ পুষ্পময়, আনন্দময়, অমৃতময় হউক। ঊর্দ্ধে, নিম্নে চতুর্দ্দিকেই আমাদের জন্য ব্রহ্মকৃপা বিকীর্ণ, ইহা যেন আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিতহৃদয়ে আমাদের সেই পুণ্যময় পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। আমাদের সেই স্বর্গীয় পিতৃদেব আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়া সকলকে অনন্ত মঙ্গলের পথে পরিচালিত করুন।

"ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিনয়াবনত সেবক

সুকুমারি।

---

# সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্তের জন্য শোকসভা—গত ১০ই আগষ্ট, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মেট্রোপলিটান টেম্পারেন্স এণ্ড পিউরিটি সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। উহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বিরীকৃত হয়—

(১) মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত যিনি এই সভার মূল পত্তন হইতে যাবজ্জীবন ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন, যাঁহার সমস্ত জীবন পবিত্রতা ও সংযমশীলতার লোকপাবন দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, সেই সাধু পুরুষের পরলোকগমন জন্য এই সভা হৃদয়ের গভীরতম শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছেন। (২) এই সভা উক্ত স্বর্গীয় মহাত্মার শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। (৩) এই সভার অদ্যকার এই অনুষ্ঠানের বিবরণ-লিপি, স্বর্গীয় মহাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুকুমার দত্তের নিকটে প্রেরিত হইবে।

ভারতবর্ষে প্লেগ এবং তদ্বিষয়ে রাজ-

সহানুভূতি—ইংলণ্ডেশ্বর ভারতবর্ষবাসী প্রজাবর্গের প্লেগরোগের জন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া রাজপ্রতিনিধিকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন ;

ভারতবাসিগণ এই একাদশ বর্ষ মহামারী প্লেগরোগে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, আমি উদ্বিগ্ন-চিত্তে এই শেষ কয়েক বৎসর অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছি। আমার ভারতবর্ষের প্রজাদিগের কল্যাণ সর্ব্বদা আমার গভীর চিন্তার বিষয়, এবং রোগগ্রস্ত পরিবার সকল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত অসহনীয় ক্লেশ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ইহা যখন স্মরণ করি, তখন আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। আমি অবগত আছি, তুমি এবং তোমার পূর্ব্বরাজপ্রতিনিধিগণ এই মহামারীর কারণ অনুসন্ধান এবং তৎপ্রশমনের উপায় উদ্ভাবন করিতে ত্রুটি করেন নাই। অধুনা যে সকল উপায় অবলম্বিত হইবে, তাহা ভগবানের কৃপায় সফল হউক, আমার এই আন্তরিক আশা ও প্রার্থনা। আমার অভিলাষ এই যে, আমার ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।

প্লেগ নিবারণের জন্ত কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করা হইবে না। সেই পুরাতন নিয়ম অর্থাৎ ইন্দুরবধ, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মপ্রতিপালন, রোগাক্রান্ত গৃহ পরিত্যাগ এবং টীকা দেওয়া এই কয়েকটী এখনও অবলম্বিত হইবে, তবে কোন বিষয়ে বল প্রয়োগ করা হইবে না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যে প্লেগ অনুসন্ধানকারী সভা স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারা, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ—বিগত ২০শে আগষ্ট সিটি কলেজ-গৃহে স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কলেজ-গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি আনন্দমোহনের গুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডেশ্বর এবং দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার-যাত্রা—সস্ত্রীক ইংলণ্ডেশ্বর যুবরাজ ও ডিউক অব্ কনট সমভিব্যাহারে নিমরড-নামক পোতের দক্ষিণ-মেরু-আবিষ্কার-যাত্রায় উৎসাহ দান করিবার জন্ত কাউইস্ উপকূলে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতিতে সকলে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। আমাদের ইংলণ্ডেশ্বর বৈজ্ঞানিক কার্য্যের এরূপ উৎসাহদাতা শুনিলে কে না আনন্দিত হইবে ?

ভারত-হিতৈষিণী আনিবেসাণ্ট দেবী—বালকেরা যাহাতে কোনও সুরার দোকানের বা কারখানার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে না পারে এবং যাহাতে বালকেরা ঐ বিষময় পদার্থের কোনও সংস্রবে না থাকে, সেই উদ্দেশ্যে বিলাতের কুইনস্ হলে আনিবেসাণ্ট

দেবী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য যেরূপ গুরুতর অর্থব্যয় হয়, সে ব্যয়-ভার বহন করিতে অনেকেই অসমর্থ। এই ব্যয়-ভার কমাইয়া গবর্ণমেণ্ট যাহাতে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন, সে জন্য আনিবেসাণ্ট দেবী ইংলণ্ডের সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ঘোর আন্দোলন তুলিয়াছেন। চিরকাল ভারতে বিনা মূল্যেই উচ্চ শিক্ষা প্রদত্ত হইত, এখনে এক একটী সন্তানের শিক্ষার জন্য গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

দান—(১) দানবীর মিষ্টার কার্নেগী 'কিংস্ হস্পিটাল ফণ্ডে' ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

(২) জয়পুরের মহারাণী লেডী মিণ্টো নার্সিং এসোসিয়েসনে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৭ই আগস্ট মহোৎসব—এই দিন বঙ্গবাসীর পক্ষে চিরস্মরণীয় দিন। কলিকাতা ও বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবিভাগের এই দিনের পবিত্র স্মৃতি পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় মহাসমারোহের সহিত রক্ষিত হইয়াছিল এবং বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের ব্রত সকলের মনে জাগরূক করা হইয়াছিল।

দাদাভাই নৌরোজী—মধ্যে ভারতের সুসন্তান দাদাভাই নৌরোজী বিলাতে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। মঙ্গলময় তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন।

কলিকাতা ব্রহ্ম-বিদ্যালয়—বিগত ২৩শে আষাঢ় বর্দ্ধমানের মহারাজ অধিরাজের সভাপতিত্বে কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আলবার্ট হলে এক সভার অধিবেশন হয়। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য প্রকৃত একেশ্বরবাদিগণ এখানে মিলিত হইয়া নিজ নিজ মতের আলোচনা করিবেন—সাহায্য করিবেন যাহাতে উৎসাহী যুবকগণ এখান হইতে সুশিক্ষিত হইয়া ভারতের সকল শ্রেণীর মধ্যে একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে উপাসনারত করিয়া তুলিতে পারে, তাহাদের আধ্যাত্মিক ঔদাসীন্য দূর করিয়া দেয়। ৬৫ নং বিডনষ্ট্রীটে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। ভগবান্ মহাত্মাদের সাধু ইচ্ছার সহায় হউন।

দেশলাইয়ের কারখানা—অনারেবল্ ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় কলিকাতা সহরে একটী দেশলাইয়ের কারখানা খুলিয়াছেন। দুইজন বাঙ্গালী যুবক পূর্ণচন্দ্র রায় ও আনন্দ চন্দ্র ঘোষ জাপান হইতে দেশলাই নির্ম্মাণ কার্য্য শিখিয়া আসিয়া এই কারখানা চালাইতেছেন। মঙ্গলময় স্বদেশের এই স্থায়ী শুভ কার্য্যের সহায় হউন।

মহিলাসভা—যুগান্তর-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মাতাঠাকুরাণীকে সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহাকে এক খানি

অভিনন্দন পত্র দিবার জন্য গত ২১শে শ্রাবণ কলিকাতার ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাটীতে এক মহিলাসভা হইয়াছিল। প্রায় দুই শত বঙ্গ-মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়া শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথের মাতাঠাকুরাণীকে অভ্যর্থনা করেন ও তাঁহাকে একখানি রৌপ্য-আধারে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। তিনি প্রথমতঃ রৌপ্যপাত্রটী গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, অবশেষে সকলের উপরোধে উহা গ্রহণ করেন।

শোকসংবাদ—অহো আমাদের কি দুর্দ্দিন! বারম্বার শোকের উপর শোক-শল্যের আঘাত! বঙ্গজননীর আর একটী পুত্ররত্ন আজি অপহৃত হইল। যাঁহার লেখনীর নিকট বঙ্গভাষা চির-ঋণে আবদ্ধ, যিনি সুদীর্ঘকালব্যাপী অবিচলিত সাধনাবলে মূল, অন্বয়, বাঙ্গালা প্রতি-শব্দ, বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ ও বলদেবকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধর, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ ও বিশ্বনাথ কৃত টীকা, সুবিস্তৃত বাঙ্গালা তাৎপর্য্য, নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও টিপ্পনী সমেত শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই স্বনামখ্যাত মহাত্মা দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ এম, আর, এ, এস, আজি আমাদিগকে [illegible]কসাগরে ভাসাইয়া অনন্ত ধামে প্রস্থান করিলেন।

লোকসংহারের অদ্ভুত উপায়—সম্প্রতি সভ্যতম ফ্রান্স দেশে একটী অদ্ভুত ব্যোমযানের সৃষ্টি হইয়াছে এবং জার্ম্মনী দেশেও ঐরূপ আর একটীর সৃষ্টি হইতেছে। উহা এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত ও পরিচালিত যে, উহা রাশি রাশি ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র লইয়া ঊর্দ্ধে পরিচালিত হইবে। অদৃশ্য ঊর্দ্ধলোক হইতে অগ্নি বর্ষণ করিয়া শত্রুরাজ্য ভস্মসাৎ করিবে। এই ব্যোমযান-যুদ্ধ প্রচলিত হইলে দুর্গ, পরিখা, প্রাকার, কামান, বন্দুক, রণতরী প্রভৃতি সমস্তই অকর্ম্মণ্য হইবে এবং অনায়াসে অল্প সময়েই অগণ্য মহাপ্রাণীর সহিত এক একটী জনপদ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এই ভাবী সর্ব্বনাশ নিবারণের জন্য হেগ নামক স্থানের প্রসিদ্ধ মধ্যস্থ-সভায় প্রস্তাব উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। এই সর্ব্বনাশের ব্যাপারের অভ্যন্তরে জগদীশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়, কেননা যখন এই সাংঘাতিক উপায়ে এক একটী দেশ মহাদেশের ধ্বংস হইতে থাকিবে, তখন অগত্যা সকলকেই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া সমবেত চেষ্টায় বিশ্বজনীন শান্তি স্থাপন করিতেই হইবে। তখন 'যুদ্ধ' এই কথাটী অতীত ইতিহাসের অন্তর্গত হইবে। এই সর্ব্বনাশকর প্রলয়-কাণ্ডের মধ্যে মঙ্গলময়ের করুণা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

# তপস্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

দেখিতে দেখিতে কালের বক্ষে নিজ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া একটী বৎসর চলিয়া গেল। এই এক বৎসরের মধ্যে কোথাও সুখের গৃহে শোকের বজ্র পড়িয়াছে, কোথাও দুঃখের আঁধারে আশার আলো দেখা দিয়াছে; কোথাও গুণ-গৌরবে বঙ্গবাসীর পদোন্নতি, কোথাও রাজ-বিদ্রোহ-অপরাধে লালা লাজপৎ রায় নির্ব্বাসিত; কোথাও আনন্দের উচ্ছ্বাস, কোথাও বিষাদের হাহাকার; এই সব সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু, উন্নতি অবনতি এবং জীবন মৃত্যু বুকে বহিয়া এক বৎসর চলিয়া গেল; আমরা হিসাব করিয়া বুঝিলাম, অনন্ত পথের অভিমুখে খানিকটা অগ্রসর হইলাম।

এ বৎসরে আমার এক প্রধান ঘটনা এই যে,—আমার বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি আমি বড়ই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি। পীড়া ম্যালেরিয়া জ্বর। দিন কতক এখানে ওখানে চিকিৎসা করাইয়া কোন ফল না পাওয়াতে এখন কলিকাতায় আসিয়াছি। একজন বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে চিকিৎসা করিতেছেন। এইখানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, আমার মামার বাড়ীর সেই মণিদিদি প্রধানতঃ গঙ্গাস্নান করিবার লোভে আমার একজন প্রধান শুশ্রূষাকারিণী হইয়া আছেন। তিনি আমার চিকিৎসকের দূরসম্পর্কীয়া মাসতুতো ভগিনী। বহুকালের পরে তিনি এই আত্মীয়ের অনুসন্ধান পাইয়া আমার উপরে বড় "খুসী" হইয়াছেন। বলা বাহুল্য আমি আমার চিকিৎসক সুরেশ বাবুকে কোনও দিন চাহিয়া দেখি নাই, আমার লজ্জা করে।

আমাদের বাসায় খুব কাছে একজন ভদ্র লোকের বাস। আমার শয়নঘরের জানালা খুলিলেই তাঁহাদের সহিত দেখা শুনা হয়। আমাদের পল্লীগ্রাম হইলে এত দিন তাঁহাদের মেয়েদের সহিত আলাপ পরিচয় সহ একটা আত্মীয় সম্বন্ধ হইয়া থাকিত। কিন্তু কলিকাতার রীতি সে রকম নহে; অনেক স্থলে এক বাড়ীতে বাস করিয়া কেহ কাহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না, আমিও সেই নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ করিলাম না, মণি দিদিকেও মানা করিয়া দিলাম।

আজি সকালে ঘরের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে জানালার জালের ভিতর দিয়া দেখিতে পাইলাম,—আমার শয়ন ঘরের ঠিক্ সম্মুখে ওবাড়ীর যে ঘর, সেই ঘরে খোলা জানালার কাছে একজন রমণী বসিয়া। সে দুই বাহুর ভিতরে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহার মুক্ত কেশকলাপ পৃষ্ঠ, বাহু আবৃত করিয়া ভূতল চুম্বন করিতেছে, সুগোল

হাতে সুন্দর শাঁখা কাঁপিতেছে, অঞ্চল শিথিল হইয়া পড়িয়া আছে।

এই রোরুদ্যমানা রমণীকে দেখিয়া আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল; ইচ্ছা হইল,ডাকিয়া দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু অজ্ঞাত-অপরিচিতাকে, এই রকম রোদনের সময়ে কি কথা বলিব, প্রথম আলাপটা কি রকম হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

সহসা কি একটা শব্দ শুনিয়া রমণী চমকিয়া মুখ তুলিল। তার পরে চক্ষের জল মুছিয়া, চুল বাঁধিয়া মাথায় কাপড় দিল। সে মুখ দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, বিস্মিতা হইলাম, আমার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল—"তুমি কে গো ?"

সুন্দরী আমার প্রতি চাহিয়া সস্মিত-মুখে উত্তর দিল, "আমার নাম সুষমা"।

এ যে সেই সুষমা! আমি ভূতের বাড়ীতে যাহাকে দেখিয়াছিলাম, আজি এক বৎসর ধরিয়া যাহাদিগের কথা চিন্তা করিয়া আসিতেছি, অথচ যাহা প্রকাশ করিয়া কাহাকেও বলিতে পারি না, যাহা-দিগকে আত্মজীবন তুল্য ভালবাসি অথচ যাহারা চির-অপরিচিত, এ যে সেই সুষমা!

সুষমা কি ভাবিল জানি না। বুঝি আমার সঙ্গে কথা কহিতে তাহার সাধ হইয়াছিল, কিন্তু আমাকে নীরব নিঃস্পন্দ দেখিয়া একটু মধুর হাসি "উপহার" দিয়া চলিয়া গেল। আমার তখন চেতনা হইল, সেই হাসি-টুকু মনশ্চক্ষে ভাসিতে লাগিল। সে দিন আর তাহাদের কোন খোঁজ খবর পাইলাম না।

(৫)

রাত্রিতে যখন শয়ন করিব, সেই সময়ে সুষমাদের বাড়ীতে—সেই ঘরে সুষমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। শুনিলাম, সুষমা বলিতেছে, "আমরা এ জীবন কি করিয়া কাটাইব, তাহা বলিতেছি শুন, এমনতর গোপনে দেখা করিয়া কোন ফল নাই—"।

সহসা পুরুষকণ্ঠে উত্তর শুনিলাম "তুমি তো ব্রহ্মচারিণী, তবে এ হতভাগ্যকে এ ক্ষুদ্র সুখটুকু হইতে বঞ্চিত করিবে কেন সুষমা ?"

সুষমা কাতরস্বরে বলিল,—"দেখ, স্বামি-সন্দর্শন হইতে স্ত্রীলোকের অধিক সুখ কি আছে জানি না; কিন্তু এ জীবনে আমি কি সে সুখ গ্রহণ করিতে পারি? তুমি কি বুঝিতেছ না, আমার সহিত এইরূপ গোপনে দেখা করিলে আমাদের একটা কলঙ্ক হইবে। আর বাবা যদি শোনেন তাহা হইলে হয়তো সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখন বাবা কি বাঁচিবেন ?"

পুরুষ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"তুমি তো কলঙ্কিত নহ সুষমা, কলঙ্কের ভয়ে স্বামী ত্যাগ করিবে কেন ?"

সুষমা কাঁদিয়া কহিল,—"স্বামী আমার অত্যাজ্য, তবে অদৃষ্টক্রমে অগ্রহণীয়। বিধাতা জানেন কলঙ্কের ভয়ে আমি কাতরা নহি। কিন্তু বাবার কি হইবে ?"

পু। তুমি কি বলিতেছিলে ?

স্থ। বলিতেছিলাম, আমাদের বিবাহ নহে, ইহা ব্রতাচরণ; আমাদের ভালবাসা নহে তপস্যা; আমাদের কর্ত্তব্য—আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—দাম্পত্য-ধর্ম্ম পালন নহে, লোকহিত; তাই বলি, এস দুজনে কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করি। তুমি কি বল?"

পু। তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহা প্রাণপণে করিব নিশ্চিত জানিও। কিন্তু পতিযুক্তার সন্ন্যাস নাই সুষমা? শাস্ত্রে পতিযুক্তা অর্থাৎ সধবার পক্ষে কি ব্যবস্থা আছে তাহা তুমি অবশ্য জান"।

সুষমা গদগদ কণ্ঠে বলিল "শাস্ত্রের ব্যবস্থা কি তাহা আমার মনে নাই; আমার হৃদয়, আমার বুদ্ধি, আমার অন্তরাত্মা বলিয়া দিয়াছে, রমণীর সকল পুণ্য স্বামিসেবা, রমণীর সকল ধর্ম্ম স্বামিপূজা, রমণীর প্রত্যক্ষ দেবতা তাহার স্বামী; যে সেই স্বামি-সৌভাগ্যে বঞ্চিতা, যে আপন ধনে আপনি চোর, তাহার মত হতভাগিনী ইহ জগতে আর নাই।"

দুজনেই যুক্ত-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

হায় ভালবাসা! প্রেমিককে কাঁদাইবার জন্যই বুঝি তোমার উৎপত্তি।

অনেক ক্ষণ কাঁদিয়া দুজনে থামিল। সুষমার স্বামী বলিল,—"আজ তবে আসি সুষমা, এখনই তোমার মাসীমা তোমাকে ডাকিবেন। তোমার সে রচনাটী কি শেষ হইয়াছে?"

সুষমা উত্তর করিল "না হয় নাই; আমি জানি তোমার কাগজ এই মাসের আগামী সপ্তাহে বাহির হইবে; কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি মন যে কি অনায়ত্ত হইয়া গিয়াছে, লেখা পড়ায় মনঃসংযোগ করিতে পারি না। কেবল কখন তোমার গাড়ীর শব্দ হইবে, সেই আশয়ে কাণ পাতিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। পশ্চিমে গিয়া কেমন করিয়া থাকিব, তাই ভাবিতেছি"।

পুরুষ খুব জোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিও না সুষমা; তুমি আমার সরস্বতী, তুমি ঠিক্ বলিয়াছ আমাদের বিবাহ নহে ব্রতাচরণ, আমাদের ভালবাসা নহে তপস্যা; আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম লোকহিত; আমি এই মন্ত্র জপ করিয়া বুঝি বাকী দিন কাটাইতে পারিব।"

ইহার পরে আর কোন কথা শুনিলাম না। যখন ও বাড়ীর সিঁড়ীতে জুতার শব্দ শুনিলাম, তখন মণি দিদিকে ডাকিয়া আমি বারাণ্ডায় দাঁড়াইলাম। যখন ফুটপাতের উপরে জুড়িতে উঠিবার জন্য একজন পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইল, তখন আমি মণি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ লোকটী কে দিদিমণি?"

দিদিমণি নিতান্ত সহজ ভাবে বলিলেন "এতো তোমার ডাক্তার, আমার সুরেশ দাদা; উনি কোথায় ছিলেন?"

আমি আর কিছু বলিলাম না। আমার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। সুষমা সুরেশ বাবুর স্ত্রী! ভূতের বাড়ীতে সুরেশ

ডাক্তারকে দেখিয়া ছিলাম ? কলিকাতায় তাঁহারই চিকিৎসাধীনে রহিয়াছি ? "অপরস্থা কিং ভবিষ্যতি"।

( ক্রমশঃ )

---

# রসায়ন।

## কোল্ গ্যাস।

প্রস্তুত-প্রণালী—ইংরাজেরা তামাক খাইবার জন্য যে প্রকার নল ব্যবহার করেন, তাহার কলিকার মুখে কোল্ চূর্ণ স্থাপন করিয়া, উপরিভাগ আঁটাল মাটী দ্বারা আবৃত কর; পরে ঐ মাটী শুষ্ক হইলে কলিকাটী উত্তপ্ত করিতে থাক; কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইবে যে, নলের মুখ দিয়া পীতবর্ণ ধূম নির্গত হইতেছে; এই পীতবর্ণ ধূমটীই কোল্ গ্যাস্। অনন্তর উহা জলযন্ত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করিতে হয়।

কলিকাতা নগরীতে আলোক দিবার জন্য যে কোল্ গ্যাস্ ব্যবহৃত হয়, তাহা তামাক খাইবার নলের পরিবর্ত্তে বৃহৎ বৃহৎ তাম্র বা লৌহনির্ম্মিত পাত্রে করিয়া রাশি রাশি পাথুরিয়া কয়লা দগ্ধ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ বাষ্পাধারে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

কোল্ একটীমাত্র যৌগিক পদার্থ নহে; উহাতে নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে; অবিশুদ্ধ কোলগ্যাসে নিম্নলিখিত পদার্থ সকল বিদ্যমান থাকে; যথা জল, আলকাতরা, এমোনিয়া, সাল্ফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন ($H_2S$), কার্ব্বলিক এসিড্, সায়নোজেন, কার্ব্বণ বাইসাল্‌ফাইড, ($CS_2$), কার্ব্বণ মনক্সাইড ($CO$), সাল্‌ফর ডায়ক্সাইড ($SO_2$), হাইড্রোজেন, মার্শগ্যাস ও ওলিফায়াণ্ট গ্যাস।

কোল্‌গ্যাস শীতল করিলে আলকাতরা বা কোল্ তার জমিয়া পৃথক্ হয়। হাইড্রেটেড্ ফেরিক্ অক্সাইড ও স্লেকেট লাইমের (Hydrated Feric Oxide and Slaked lime) ভিতর দিয়া কোল্‌গ্যাস চালাইলে সালফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন, কার্ব্বনিক এসিড, সায়নোজেন, কার্ব্বন বাইসালফাইড্ পৃথক্ হয়।

ধর্ম্ম—ইহা মিশ্র পদার্থ। মার্শগ্যাস, ওলিফায়াণ্ট গ্যাস, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বলিক এসিড দ্বারাই এই গ্যাস বিনির্ম্মিত। ১০০ ভাগ বিশোধিত কোলগ্যাসে নিম্নলিখিত পদার্থ গুলি আছে—

হাইড্রোজেন বা উদজান … ৪৭·৬
মার্শগ্যাস বা পূতিবায়ু … … ৪১·৫৩
ওলিফায়াণ্ট গ্যাস বা শুরু উদাঙ্গার ৩·০৫
কার্ব্বণ মনক্সাইড বা একাম্ল অঙ্গার ৭·৮২।

বিশুদ্ধ কোল্‌গ্যাস বর্ণহীন ও বায়ু অপেক্ষা লঘু। বায়ু অপেক্ষা লঘু বলিয়া ইহা দ্বারা ব্যোমযান পূর্ণ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠা যায়। ইহার গন্ধ আলকাতরার ন্যায়।

কোল্‌গ্যাসের অন্তর্গত ওলিফায়ান্ট গ্যাস দাহে ইহার আলোকের উজ্জ্বল্য জন্মে এবং হাইড্রোজেন মার্শগ্যাস ও কার্ব্বন-মনক্সাইডের সহিত মিশ্রিত থাকাতে ওলিফায়াণ্ট গ্যাস ক্ষীণায়ত অর্থাৎ পাতলা হইয়া জ্বলিতে থাকে। একটী বাতি এক ঘণ্টায় যত পোড়ে, তাহার সহিত ঐ কালের মধ্যে যতখানি কোলগ্যাস পোড়ে, তাহার তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোল-গ্যাসের আলোককে ১৩টী বাতির জ্যোতিঃসম্পন্ন বলা যাইতে পারে।

পরীক্ষা—১। ইহা লাল লিট্‌মস কাগজকে নীলবর্ণে এবং লেড্ পেপারকে কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তন করিবে না।

২। কোল্‌গ্যাসে অঙ্গার আছে। জলন্ত কোল্‌গ্যাসের উজ্জ্বল শিখার উপর এক খণ্ড পরিষ্কার ধাতু ধারণ করিলে, ইহার গাত্রে অঙ্গারকণা সকল সংলগ্ন হয়।

৩। কোলগ্যাসের শিখার উপর পরিশুষ্ক শীতল কাচপাত্র ধারণ করিলে উহার গাত্রে জলবিন্দু সকল ঘর্ম্মাকারে সংলগ্ন হইবে।

ডাঃ সত্যপ্রিয় দত্ত।

---

## সদ্যোজাত শিশুর রোগ-নির্ণয়।

(স্বর্গীয় ডাক্তার এম্, এম্, বোস লিখিত লেক্‌চারের বঙ্গানুবাদ)।

শিশুদের উত্তাপের বিষয়—সাধারণতঃ তাপমান যন্ত্র (থারমোমেটার) ৫।৬ মিনিট কাল বগলে কিম্বা ১০।১২ মিনিট কাল মুখের ভিতর রাখিতে হয়। সচরাচর শিশুদের উত্তাপ ৯৯.৫° ডিগ্রী; কিন্তু উত্তাপ ৯৭.৫° ডিগ্রীর নীচে কিম্বা ১০২° ডিগ্রীর অধিক হইলে অসুখ হইয়াছে জানিবে। উত্তাপ ১০২°।১০৩° ডিগ্রী হইলে জ্বর তত অধিক নহে, ইহাকে (Mild fever) সামান্য জ্বর বলা যায়; কিন্তু ১০৫° ডিগ্রী উত্তাপ যদি বরাবর থাকে, তাহা হইলে গুরুতর পীড়া ভাবিবে। আর ১০৬°।১০৭° ডিগ্রী উত্তাপ হইলে বিপদ জানিবে। ১০৯°।১১০° ডিগ্রী উত্তাপ হইলে মৃত্যু হইতে পারে।

নিম্নলিখিত রোগে উত্তাপের বিষয় জানা আবশ্যক হয়; যথা (১) একজ্বারী জ্বর; (২) কণ্ডূজ্বর যেমন হাম, বসন্ত ইত্যাদি; (৩) ফুস্‌ফুসের প্রদাহ (Pneumonia) যেমন কাসি ইত্যাদি; (৪) বাত জ্বর এবং (৫) গুটীমালা রোগ (Tuberculosis); যক্ষাকাসের আরম্ভে ফুস্‌ফুসে গুটীমালা হয়।

ভাবী ফল—উত্তাপ যদি ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসে তবে ভাল লক্ষণ, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণগুলিও কমিয়া আসিবে। সন্ধ্যার সময় উত্তাপ কমিয়া যাওয়া ভাল নয়, প্রাতে কমিয়া যাওয়া ভাল লক্ষণ। যদি নাড়ী দুর্ব্বল, দ্রুত ও স্পন্দন বৃদ্ধি পায় এবং তৎসঙ্গে

উত্তাপ কমিয়া যায়, তবে বিপদজনক, ইহাতে মৃত্যু হইতে পারে। সাধারণতঃ মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে উত্তাপ কমিয়া আইসে। নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা কম হওয়া ভাল নহে। সাধারণতঃ উত্তাপ ১° ডিগ্রী হইলে নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা ১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। দুইটী রোগে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, যথা (১) ফুস্ফুসের প্রদাহ; (২) সান্নিপাতিক জ্বর; এই দুইটী রোগে উত্তাপের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হয়। যদি নাড়ী বৃদ্ধি পায়, উত্তাপ ১০৪° ডিগ্রী হয়, যদি শ্বাস প্রশ্বাস বৃদ্ধি পায় তবে ফুস্ফুসের প্রদাহ (Pneumonia) হইয়াছে জানিবে। সান্নিপাতিক জ্বরে উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হয়, এবং নাড়ীর সংখ্যাও অধিক হয়। সাধারণতঃ সান্নিপাতিক জ্বর (Remittent Fever) উত্তাপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইলে ভাবী ফল ভাল হয়, কিন্তু যদি অধিক বৃদ্ধি পায় তবে খারাপ। সান্নিপাতিক জ্বরে ১ম ২য় সপ্তাহে উত্তাপ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইলে ভাল চিহ্ন। বৃহৎ অন্ত্রের প্রদাহে (Peritonitis) উত্তাপ ১০৪° ডিগ্রী হয়; এ রোগ ঠাণ্ডায় হয়।

সাধারণতঃ শিশুদের পালাজ্বরে (Intermittent Fever) অত্যন্ত কম্পন হয়, কিন্তু শিশুর দুই বৎসরের নীচে বয়স হইলে কম্পন হয় না, তবে মুখ একটু মলিন হয়; ঠোঁট বিবর্ণ হয়; আর নখের নিম্ন ভাগ নীলবর্ণ হয়।

---

# ধর্ম্মের আদর্শ।

সেই ধর্ম্মাধিপতি ভগবান্, যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম তিলার্দ্ধকালও তিষ্ঠিতে পারে না, তিনিই স্বয়ং মানবাত্মায় ধর্ম্মের বীজ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে হৃদয় যে মুহূর্ত্তে ঈশ্বরোন্মুখীন হয়, সেই হৃদয় সেই মুহূর্ত্তে ধর্ম্মের আভাস লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। মানবহৃদয়ই সেই অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় বিরাট্ দেবতার সর্ব্বোচ্চ আসন,—মানবাত্মাই তাঁহার একমাত্র প্রিয় নিকেতন। ভারতগৌরব ঋষি বলিয়াছেন,—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥"

'যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন'। সাধু দেবাত্মারা নিসর্গ ও প্রকৃতির মধ্যেও সেই পরমদেবের আরাধনায় ডুবিতে ও তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাও সেই চরম সাধনের সহায় ও অঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আত্মাতে পরমাত্মার

সম্ভোগ ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও পূর্ণ পরিতৃপ্তির একমাত্র হেতু।—অন্তরে ও বাহিরে সেই সর্ব্বব্যাপী অরূপ রূপময় অমৃতময় বিরাটের জীবন্ত জাগ্রত সত্তা প্রতিনিয়ত অনুভব করিতে সমর্থ হইলে জীব জীবন্মুক্ত অবস্থালাভে কৃতার্থ হইয়া ধর্ম্মের উর্দ্ধতম স্থানে উপনীত হন।

তিনিই ধর্ম্মের সার, ধর্ম্মের আদর্শ ও আধার। তাই তিনি ব্যতীত ধর্ম্ম-সাধন হয় না। একজন আত্মপ্রীতি বা অপরের তৃপ্তির জন্য শত সহস্র সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে, অসংখ্যবার দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম সাধিত হয় না। ঐ সকল সুকৃতি তাঁহার হৃদয়কে মহৎ ও উন্নত করিয়া, পুণ্য প্রেমকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মের মোহন মধুর পথে সযত্নে তুলিয়া দেয় মাত্র।

কিন্তু মানব যদি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য কার্য্যও তাঁহারই—সেই প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা, জীবনের জীবন জীবন-সর্ব্বস্ব-ধনের প্রীতি সাধনোদ্দেশে সম্পন্ন করেন, তাহাই প্রকৃত ও পরম ধর্ম্ম রূপে পরিগণিত হয়।

তাঁহার প্রতি প্রেমসাধনই প্রকৃত ধর্ম্ম, তদপেক্ষা আর উচ্চতর ধর্ম্ম নাই। এই জন্যই যিনি যে পরিমাণে ভগবৎপ্রেমিক বা ভক্ত, সেই প্রাণারাম হৃদয়-দেবতার আরধ্য ও বরণীয় প্রেমে যিনি যত বিহ্বল ও মুগ্ধ থাকেন, ততই অনায়াসে ও সুচারুরূপে তাঁহার ধর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়। এই নিমিত্ত ভক্ত ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া গাহিয়াছেন "সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী"। সেই নিরঞ্জন নির্ব্বিকার পুরুষই ধর্ম্মসাধনের একমাত্র পথ ও লক্ষ্যস্থল। তাঁহার প্রতি প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইলেই ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কি তাহা স্বতঃই হৃদয়ঙ্গম হয় এবং শাণিত ক্ষুরধারসম ধর্ম্মের জটিল দুরারোহ পথও অতি সহজ, সুগম ও সুখময় বলিয়া প্রতীত হয়। ভক্তির প্রবল একটানা স্রোতে পাপতাপরূপ রাশি রাশি আবর্জ্জনা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি যে সকল বিরুদ্ধাচরণ মর্ম্মের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেও যে সকল বাসনাঙ্কুর উন্মূলিত হইবে বলিয়া মনে হয় না, সেই সকল চিরপোষিত পাপবাসনাও সেই প্রেমসূর্য্যের পবিত্র প্রকাশে কুজ্ঝটিকার মত কোথায় অপসারিত হইয়া যায়। অরুণোদয়ে ধরিত্রী যেরূপ অন্ধকারপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্নিগ্ধ প্রভাতের নবীনালোকে হাসিতে থাকে, মোহাভিভূত জীবাত্মাও তদ্রূপ ব্রহ্ম-সবিতার সঞ্জীবনী কৃপাকণিকার আবির্ভাবে বিগত-পাপ ও বিগতস্পৃহ হইয়া চিদানন্দ-সাগরে চিরদিনের মত আত্মহারা হইয়া থাকে। তখন তাঁহার যাবতীয় ভোগলিপ্সা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর সুখৈশ্বর্য্য, স্বর্গের আনন্দ শান্তি এমন কি বরাভয়প্রদায়িনী মুক্তিরও আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

ভক্ত উচ্ছ্বাসভরে গাহিয়াছেন,—

*"নির্ব্বাণ করিতে লাভ বাসনা সে নাই,
দুর্লভ জনম হতে মুক্তি নাহি চাই।
বেঁচে থেকে করি শুধু তব গুণ গান,
সাধুসঙ্গ ভোগ করি এই চাহে প্রাণ।"

ভক্ত যখন ভগবানের সহিত এইরূপ ভাবে নিত্যযুক্ত হন, তখন তিনি পৃথিবীতেই বাস করুন বা কোন উন্নততর লোকেই বাস করুন, তিনি ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন, স্বর্গই তাঁহার জন্য লালায়িত হয়—জ্ঞান অনন্তধারায় তাঁহার মস্তকে নিপতিত হয়, আজন্ম অতৃপ্ত আত্মা পরিতৃপ্ত হয়, মন শাশ্বত শান্তিলাভে কৃতার্থ হয়।

গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তেয়াগিয়া সর্ব্বধর্ম্ম আর
লহ এক আমারই শরণ,
হরিব সকল পাপভার
করিও না শোক অকারণ।"

*ভগবান হইতে ভক্তের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া।

অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপই ধর্ম্মের বহিঃ-প্রকাশ, কেবল অনন্যগতি ও অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণই সর্ব্বধর্ম্মের সার। তাঁহার পবিত্র পদারবিন্দে রতি জন্মিলে, তাঁহার প্রতি সুনির্ম্মল প্রেম বা ভক্তি স্ফুরিত হইলে, সর্ব্বধর্ম্ম আপনিই সুসম্পন্ন হইবে, ইন্দ্রিয়ের নিগড় স্বেচ্ছায় খসিয়া পড়িবে, আত্মবিসর্জ্জন ও সেবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়া সাধককে বরণ করিবে এবং পুণ্য ও পবিত্রতা নিত্য-সঙ্গী হইবে। ক্রমে ক্রমে সেই একমেবা-দ্বিতীয়ং—এর একমাত্র করুণার বলে সেই নিরুপম স্পর্শমণির পূত সহবাসের ফলে সাধক অপূর্ব্ব জীবন লইয়া অনন্ত উন্নতির পথে ধাবিত হইয়া অনাদি ভূমা ব্রহ্মাণ্ড-পতির পরিচয়ের পর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, অথচ তাঁহার মহিমার বিন্দুমাত্রও আয়ত্ত করিতে না পারিয়া, যুগপৎ হর্ষ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া এক অননুভূত, অপার্থিব আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, আবেগপূর্ণ মুগ্ধ হৃদয়ে বলিয়া উঠিবেন,—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি।"

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

# নিদাঘ পূর্ণিমায়।

( স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় সম্বন্ধে দু'একটী কথা )

আজ প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিনাভি গিয়াছিলাম। ভক্তিভাজন সাধু উমেশচন্দ্র তখন কর্ম্ম হইতে অবকাশ গ্রহণ করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন, হরিনাভিতে গিয়া তিনি বর্ত্তমান লেখককে তাঁহার নিকট গিয়া দুই চারি দিন থাকিবার নিমিত্ত স্নেহ-নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছিলেন;

সেই সস্নেহ নিমন্ত্রণ শিরোধার্য্য করিয়া ৩রা জ্যৈষ্ঠ হরিনাভিতে যাই।

সেদিন স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মদিন। স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্রের সে কথা স্মরণ ছিল। হরিনাভি ব্রহ্মমন্দিরের প্রাঙ্গণে মহর্ষিদেবের ভস্ম-রক্ষার নিমিত্ত একটী সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেখিলাম সেদিন সেই ভস্ম-বেদিকা পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়াছে। সেই ভস্মবেদিকার গাত্রে এক লিপি-ফলক সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহর্ষি তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতেন, তিনিও মহর্ষির প্রতি তেমনি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। মহর্ষির জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজগুলিও তিনি এমন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া-ছিলেন ও সেগুলিকে এতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিতেন যে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মহর্ষির বচনগুলি, মহর্ষির ব্যাখ্যাগুলি যেন তাঁহার আত্মার সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যখন ভক্তি-আর্দ্র কণ্ঠে সেগুলি পাঠ করিতেন তখন শ্রোতৃ-বর্গের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

৩রা জ্যৈষ্ঠ কাটিল। সেদিন সন্ধ্যায় বারুইপুর হইতে একটী প্রাচীন ব্রাহ্ম আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে অনেকটা সময় অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার সেদিনকার সমস্ত চিন্তা যেন মহর্ষির জন্ম-দিনের সহিত বিজড়িত ছিল। অনেক কথার মধ্যেই সে ভাব বেশ স্পষ্ট অনুভব করিলাম।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ অতি প্রত্যূষে নিদ্রা ভাঙ্গিল। শুনিলাম ভক্তিভাজন সাধু উমেশ চন্দ্র গুন্ গুন্ করিয়া সঙ্গীত করিতেছেন। তিনি উঠিয়া ছেলেদের জাগাইলেন। তাহাদের সহিত সঙ্গীত করিলেন। তখনও অন্ধকার ছিল। মন্দিরপার্শ্বে বৃক্ষতলে একটী বৃত্তাকার বেদী আছে। স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় সেই বেদীর উপর একখানি কম্বল পাতিয়া স্তিমিত নয়নে ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সম্মুখে বোধ হয় একখানি "ব্রাহ্মধর্ম্ম" ছিল। তখনও প্রভাত হয় নাই। পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইয়াছে। দূরে দু'একটা পাখী ডাকিলেও ব্রহ্মমন্দিরের প্রাঙ্গণ একেবারে নিস্তব্ধ ছিল। প্রভাতের শান্ত মুহূর্ত্তে তরুতলে বেদিকার উপর উপবিষ্ট সেই ধ্যানস্তিমিত মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। কতক্ষণ সেই সৌম্য, সেই পুষ্পাবিষ্ট মধুপের ন্যায় ব্রহ্মে লীন আত্মার নীরব আনন্দ দেখি-লাম তবু দৃষ্টির সে পিপাসা মিটিল না। তাঁহার ভক্তিরসোদ্দীপ্ত মুখে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আভা প্রতিফলিত হইত, তাহাতে সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত।

প্রভাতের প্রথমাংশ ধ্যানধারণা ও উপাসনায় অতিবাহিত করিয়া ছেলেদের পড়াশুনা কিছুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।

তাহার পর কিছুক্ষণ লেখা পড়া করিলেন। প্রায় নয়টার সময় গ্রামের লোকের মঙ্গল সমাচার লইবার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার করিলেন। তাঁহার সকল কার্য্যের মধ্যেই কেমন শৃঙ্খলা—কেমন নিষ্ঠার ভাব! আজন্ম তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি কিন্তু এ কয়দিন তাঁহার পারিবারিক জীবনের গভীর নিষ্ঠার ভাব খুব ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম।

সেটা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথি ছিল। ইচ্ছা ছিল সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিব, কিন্তু স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় বলিলেন,—"আজ পূর্ণিমা; পূর্ণিমার রাত্রিটা এখানে কাটাইয়া যাও।"

দ্বিপ্রহরে যখন জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রতাপে চারিদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল তখন বর্ত্তমান লেখকের বিশ্রামের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সস্নেহে বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি নিজের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বারুইপুরের জনৈক যুবককে তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন; নিদাঘের দ্বিপ্রহরে তিনি সমাগত যুবকের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ত্তমান লেখকের বেশ স্মরণ আছে যে, আরমষ্ট্রঙেরGod and the Soul নামক গ্রন্থাবলম্বনে তাঁহাদের কথোপকথন হইতেছিল। উক্ত যুবকটীর নাম ধাম সকলি স্মরণ আছে, কিন্তু বাহুল্যবোধে তাঁহার নাম এখানে উল্লেখ করিলাম না। বহুক্ষণ তাঁহারা আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। সেই আলোচনায় স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের একাগ্রতা, উৎসাহ ও আনন্দ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আলোচনান্তে তিনি "বামাবোধিনীর" প্রুফ্ সংশোধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। স্বেদসিক্ত কলেবরে তিনি একাগ্রচিত্তে আপনার কাজ করিতে লাগিলেন। লজ্জার বিষয় এই যে, বর্ত্তমান লেখক তরুণবয়স্ক হইলেও এই অবকাশে গ্রীষ্মকালসুলভ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিদ্রাভঙ্গে যখন দেখিলাম তিনি নিবিষ্টচিত্তে সরলভাবে উপবিষ্ট হইয়া আপনার কাজ করিতেছেন, তখন লজ্জিত হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়াছিলাম। এমন নীরব কর্ম্মপ্রিয়তা ও অক্লান্ত শ্রমশক্তি প্রাচীনদিগের মধ্যে আজকাল বিরল—যুবকদিগের মধ্যেও সুলভ নহে।

অপরাহ্নে স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের সহিত হরিনাভির কোন সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে বেড়াইতে যাই। গৃহকর্ত্তারা বহির্বাটীর সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর বাঁধন ঘাটে বসিয়া নানা প্রকার গল্প গুজব করিতেছিলেন। দত্ত মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা সকলে আসন ত্যাগ করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহাদের কথার স্রোত ফিরিয়া গেল। সকলেই আগ্রহের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে মনোনিবেশ করিলেন। দেখিলাম তাঁহাদের সুখ দুঃখের সহিত দত্ত মহাশয়ের হৃদয়খানি এতদূর জড়িত

যে,বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিলেন এবং তিনি তাঁহাদের প্রত্যেকের সর্ব্ববিধ কুশল সংবাদ লইতে লাগিলেন। সে দিন সন্ধ্যায় সেই ঘাটে বসিয়া তিনি সঙ্গীত করিলেন। তাঁহার একান্ত ভক্তির ভাব সেই সঙ্গীতে এমন একটু মাধুর্য্যের ভাব আনিয়া দিতেছিল যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

অনেকেই অবগত আছেন যে, হরিনাভিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা লইয়া এক সময়ে তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উন্নত উদার চরিত্র এ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উঠিবার পক্ষে একমাত্র সহায় হইয়াছিল। যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পরে তাঁহার কতদূর অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ সেদিন পাইয়াছিলাম। যে বাড়ীতে আমরা বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সে বাড়ীর মহিলাগণ আমাদের জন্য জলযোগের আয়োজন করিয়াছিলেন। যখন আমরা অন্তঃপুরে আহূত হইলাম, তখন গৃহকর্ত্তা আমাদের পথ প্রদর্শক হইলেন। আসনে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে দত্ত মহাশয় গৃহকর্ত্তাকেও উপবেশন করিতে বলিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন,—'আপনার আহারান্তে আমি 'প্রসাদ গ্রহণ করিব।' প্রকৃত পক্ষে দেখিলামও তাই। আমাদের জল যোগান্তে তিনি স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের ভুক্তাবশেষ হইতে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া ভক্ষণ করিলেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইয়াও প্রকাশ্যে একজন ব্রাহ্মের ভুক্তাবশেষ প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতে হইলে কতটুকু ভক্তি থাকা প্রয়োজন তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

সন্ধ্যায় মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসিয়াছিলাম। ধীরে ধীরে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিল। চারিদিকে এক জ্যোৎস্নার খেলা! সুপ্তিবিজড়িত প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব ছবি আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নার মধ্যে এক খানি আসন পাড়িয়া দত্ত মহাশয় নীরবে বসিয়াছিলেন। তারপর "তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন" এই গানটী তাঁহার কণ্ঠে শুনিতে পাইলাম। বহুক্ষণ এই সঙ্গীতটী গাইলেন তবু যেন তৃপ্তি হইল না। লেখককে ডাকিয়া বলিলেন,—ঈশ্বরকে "সুন্দর" স্বরূপে প্রকটিত করিয়াছে এমন একটী সঙ্গীত কর। রবীন্দ্রনাথের "আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর" এই সঙ্গীতটী গাহিলাম। সঙ্গীত শেষ হইলে বলিলেন,—"আর একটী ঐ ভাবের সঙ্গীত কর।" তখন "হে হরি সুন্দর" এই সঙ্গীতটী গাহিলাম। সঙ্গীতান্তে চাহিয়া দেখি দত্ত মহাশয় স্তিমিত লোচনে বসিয়া আছেন। তাঁহার সেই স্থির নিশ্চল উদাত্ত ভাব দেখিয়া মনে হইল যুগযুগান্ত পূর্ব্বে যাঁহারা "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়া-

ছিলেন ইনি তাঁহাদেরই সন্তান, ইনি তাঁহাদেরই শিক্ষায় শিক্ষিত—তাঁহাদেরই দীক্ষায় দীক্ষিত। সেই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল—ধীর, সৌম্য-শান্ত, সমাহিত মূর্ত্তি আজ এই মানসপটে বেশ উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইতেছি এবং সেই ঋষিকল্প মূর্ত্তির সম্মুখে ক্ষুদ্র আপনাকে অবাঞ্ছিত মনে করিয়া মস্তক আপনি লজ্জায় ও বিনয়ে অবনত হইতেছে। কোন চিত্রকরের সাধ্য নাই যে কল্পনায় সেই চিত্র অঙ্কিত করিবে—এমন কোন ভাস্কর নাই যাহার হস্তে ভক্তের সেই ভক্তিরসার্দ্র জ্যোৎস্না-মন্দাকিনী-স্নাত মুখমণ্ডলের অবিকল সৌন্দর্য্য প্রস্তরে খোদিত হইতে পারে।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

পূজ্যপাদ মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে,—

## মহিলা-স্মৃতি সভা।

আমাদিগের পিতৃপ্রতিম পরম পূজ্যপাদ বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার সন্তান-সন্ততি, স্বজন-সুহৃদ্ ও তাঁহার চির আদরের প্রাণাধিক-প্রিয় সাধের বামাবোধিনীকে এবং বামাবোধিনীর লেখক লেখিকা, পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক গ্রাহিকা ও সমগ্র ভারতবাসীকে শোকসমুদ্রে ভাসাইয়া পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষ্যে তাঁহার স্মরণার্থ বিগত ১৯শে জুলাই শুক্রবারে পুণ্যাত্মা স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ১৩৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ ভবনে একটী মহিলা-স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সমিতিতে অনেকগুলি বিদুষী মহিলা সমবেত হইয়া পুণ্যশ্লোক বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের স্বর্গারোহণ জন্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্মৃতি-নিদর্শন রক্ষার বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রথমে সকলে সমবেত হইয়া শোকসঙ্গীত ও তাঁহার আত্মার মঙ্গলার্থে উপাসনা করেন। পরে মাননীয়া ভগ্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু একটী হৃদয়গ্রাহী শোকোচ্ছ্বাস কবিতা পাঠ করেন। পরিশেষে মৃত মহাত্মার প্রবর্ত্তিত এই বামাবোধিনী পত্রিকার যাহাতে স্থায়ী উন্নতি হয় এতৎসম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় একটী প্রবন্ধ পঠিত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর সহধর্ম্মিণী মাননীয়া ভগ্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু, পরলোকগত সম্পাদক মহাশয়ের শিষ্যা। ইনি গুরুর স্মরণার্থ বিশেষ উদ্যোগী হইয়া স্বীয় ভবনে এই মহিলা-স্মৃতিসভা আহ্বান করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত ইনি আমাদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্রী। ইনি যদিও সম্প্রতি পতিশোকবিধুরা, তথাপি গুরুর

স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে শিষ্যার কর্ত্তব্য পালন করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। যাহাতে গুরুদেবের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হয়, তন্নিমিত্ত ইনি ঐকান্তিক যত্নবতী। ইঁহার সাদর অভ্যর্থনায় সভায় আহূত মহিলা মাত্রেই অত্যন্ত প্রীত ও আপ্যায়িত হইয়াছেন। এতাদৃশ মহিলা স্মৃতি-সভা ভারতের সর্ব্বদেশে সর্ব্বপল্লীতে হওয়া একান্ত আবশ্যক। কেননা মৃত মহাত্মা ভারতের সকল ধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীলোক মাত্রেরই বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি মহিলাগণের উন্নতি সাধনার্থ অকাতরে পরিশ্রম করিতেন। কিসে এদেশীয় মহিলাগণ সকল বিষয়ে সুশিক্ষিতা হইতে পারেন এবং প্রাচীন আর্য্যরমণীকুলের ন্যায় স্বদেশের গৌরব-রক্ষা এবং উন্নতি সাধন করিতে পারেন, তিনি অনুদিন অনুক্ষণ আজীবন নিঃস্বার্থ-ভাবে এই মহত্তর কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তিনি নারীদিগকে সেই পবিত্র অনাবিল জ্ঞানরত্নে ভূষিত করাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলেন। যখন এদেশে বাঙ্গালা মাসিক পত্রের অভাব ছিল, সেই দুঃসময়ে অশিক্ষিতা অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গমহিলাগণের দুর্দ্দশা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি তাঁহাদিগের হৃদয়ে সমুজ্জ্বল জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করাইয়া সকল বিষয়ে জগতের মধ্যে উৎকর্ষ লাভ করাইবার নিমিত্ত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে এই বামাবোধিনী পত্রিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে সকল নবীনা লেখিকা, প্রবন্ধ কবিতাদি অন্যান্য মাসিক পত্রে প্রকাশ করিতে পাঠাইয়া সম্পাদকগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া হতাশ হইতেন, তাঁহারা যদি পুনর্ব্বার সেই কবিতা প্রবন্ধাদি প্রকাশের বাসনায় মহাত্মা বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের সকাশে প্রেরণ করিতেন, তিনি সেই রচনাগুলি যথোচিত সংশোধনপূর্ব্বক সাদরে বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিয়া সেই সকল মহিলাকে উৎসাহ দিতেন। তিনি বলিতেন, সকল মানবেরই ক্রমশঃ করিয়া উন্নতি হইয়া থাকে। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, মহিলাকুল বিদুষী হইলে, পুনরায় ভারতের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তিনি বিস্তর গবেষণাপূর্ব্বক বহুবিধ শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশদরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, অজ্ঞতাই মানবজাতির উন্নতির মহান্ অন্তরায়। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলের পক্ষেই বিদ্যাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

তিনি জানিতেন,—এই মাতৃজাতি রমণীকুল বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী ও উন্নত-হৃদয়া না হইলে, সন্তানগণের উন্নতির পক্ষে অত্যন্ত বিঘ্ন হয় এবং গৃহস্থের সুখ শান্তির উচ্ছেদ হয়। এই নিমিত্ত তিনি যে সকল রমণীর রচনা প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিতেন, তাহা সংশোধন করিয়া বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিতেন;

কেন না সংশোধনের দ্বারাই যে জগতের যাবতীয় পদার্থের উন্নতি হইয়াছে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি কখনও কাহাকেও কোন বিষয়ে প্রত্যাখ্যান্ করেন নাই। সেই মহান্ বিবেক-সম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে যে কত রমণী উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার নিকটে আমরা প্রত্যেক বঙ্গরমণী অচ্ছেদ্য ঋণপাশে আবদ্ধ। তাঁহার পরলোকগমন উপলক্ষে ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গের প্রতি গ্রামে গ্রামে প্রতি পল্লীতে পল্লীতে এবম্প্রকার স্মৃতি-সভা আহ্বান করিয়া, তাঁহার স্মৃতি-নিদর্শন স্থাপনের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক স্বদেশবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি যে কেবল রমণীগণেরই হিতসাধন করিয়াছেন এবং নারীদিগকেই সম্মান করিতেন তাহা নহে, দেশীয় নরনারী সকলকেই তিনি বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারই পরম হিতৈষী ছিলেন। দেশবাসী মাত্রেই তাঁহার নিকট মহাঋণী। দেশের মঙ্গলার্থ মূকবধির বিদ্যালয়, ব্রহ্মবিদ্যালয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সিটিকলেজ, সুরাপান-নিবারিণীসমিতি ইত্যাদি আরও বিবিধ দেশ-হিতকর কর্ম্ম তিনি ও তাঁহার বন্ধু স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, উভয়ে নিঃস্বার্থভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি যে বহুবিধ সাধুকর্ম্ম সাধন করিয়া এই বিশ্বের বক্ষে অসীম অক্ষয় পুণ্য-কীর্ত্তি খোদিত করিয়া গিয়াছেন, যদিও আজ তাঁহার নশ্বর দেহের বিনাশ হইয়াছে, কিন্তু সেই অপরিমেয় যশঃকীর্ত্তিপ্রভাবে তিনি চিরদিন এই জগতে অমর থাকিবেন। শাস্ত্রে বলে, "স জীবতি যশো যস্য কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" তিনি উভয় বলেই পৃথিবীতে চিরজীব রহিবেন। আমরা এতদিন তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আজ তাঁহার অভাবে বুঝিতে পারিতেছি, তিনি একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশকে ধন্য করেন ও সেই কুলকে পবিত্র করেন এবং সেই জাতিকে উন্নত করেন, তিনিও এই দেশে জন্মিয়া মহা-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, দেশ, কুল ও জাতিকে ধন্য, পবিত্র এবং উন্নত করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বদেশবাসীর মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণপাত করিয়া যে অমিত পরিশ্রম করিয়াছেন, আজ তাঁহার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে আমরা তাঁহার নিমিত্ত কি করিতে পারিলাম? যদি তিনি এদেশে না জন্মিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণ প্রভৃতি কোনও পাশ্চাত্য প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আজ সেই পুণ্যশ্লোক অজেয় কর্ম্মবীরের পরলোক গমন হেতু কত স্মৃতিস্তম্ভ, কত প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। আজ তাঁহার স্মৃতিফণ্ড কত লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ হইত। আসুন বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক গ্রাহিকা, লেখক লেখিকা, ভ্রাতা ভগ্নীগণ! আমরা প্রাণে প্রাণে সংবদ্ধ হইয়া, এই মহিলা-স্মৃতি সভার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ, সেই

পিতৃপ্রতিম দেবকল্প স্বর্গীয় মহাত্মা সম্পাদক মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষা সংকল্পে সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু কিছু অর্থ তাঁহার স্মৃতি-ফণ্ডে প্রদান করিয়া ভক্তি-কৃতজ্ঞতা পূর্ণ অন্তরে তাঁহার পূজা করি। যাহাতে তাঁহার স্নেহের বামাবোধিনীর স্থায়িত্ব হয় তজ্জন্যও সকলের অবস্থানুসারে কিছু প্রদান করা সর্ব্বাতোভাবে কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় মহাত্মা আমাদের সকলেরই পিতৃস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণে আমরা যথার্থই পিতৃশোক অনুভব করিতেছি। আমরা সকলে তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার মঙ্গলার্থ সেই সর্ব্বনিয়ন্তা রাজরাজেশ্বর দেবাদিদেবের চরণে প্রার্থনা করি, যেন সেই পুণ্যাত্মার অনন্ত যোগলাভ হয়।

শোকসন্তপ্তা,—

শ্রীসুশীলা সুন্দরী মিত্র।

শোভাবাজার, রাজবাটী।

## নিবেদন।

সাধু মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে নারীসমাজ অসহায়, ধর্ম্মসমাজ দুর্ব্বল, জন্মভূমি দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। এই সাধু পুরুষ সুদীর্ঘকাল প্রাণপাত পরিশ্রম ও উচ্চ সাধনা বলে কি ধর্ম্মসমাজ, কি নারীসমাজ, কি পরহিতৈষণা কি রাজনৈতিক ক্ষেত্র, সকলকেই ধর্ম্ম সাধারণের অঙ্গ জানিয়া যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবে কার্য্য করিয়া, সফলকাম হইয়া গিয়াছেন ভারতের প্রত্যেক পুত্র কন্যার তাহা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া, ঐ আদর্শ মহান্ পুরুষের অনুকরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিগত ১৯শে জুলাই আমরা কতকগুলি মহিলা ১৩৯ নং ধর্ম্মতলা ভবনে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলাম। "উমেশচন্দ্র দত্ত ধনভাণ্ডার" নামে একটী স্থায়ী ফণ্ড স্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহ আমাদের প্রথম চেষ্টা এই স্থায়ী ফণ্ডের আয় হইতে দুঃস্থ বালিকা এবং স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। স্বর্গগত মহাত্মা যেমন জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সকলের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত ছিলেন আমরাও ঠিক্ সেইরূপ নিরপেক্ষ ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিব।

দত্ত মহাশয় সুদীর্ঘ কাল দুহিতৃসমান যত্নে আমরণ পর্য্যন্ত "বামাবোধিনী পত্রিকাকে" লালন পালন করিয়াছেন। তিনি ইহাকে "দুহিতৃরত্ন" মনে করিতেন, নারী জাতির উন্নতিকল্পে পরিচালিত এই পত্রিকার উন্নতি জন্য চেষ্টা করা আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।

আহ্লাদের বিষয়, স্মৃতি সভা আহ্বান করিয়া আমরা আশাতীত ফল লাভ করি-

য়াছি। নিম্ন লিখিত চাঁদার তালিকায় তাহা সপ্রমাণ হইবে। এতদর্থে ন্যূন কল্পে তিন হাজার টাকা প্রয়োজন। স্বর্গগত মহাত্মার অনুরক্ত পুরুষ ও মহিলাগণ যথাসাধ্য এই স্মৃতিভাণ্ডারে দান করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন এই বিনীত প্রার্থনা। উক্ত ফণ্ডের সাহায্যার্থ অর্থাদি ৯৩ নং আপার সারকুলার রোডে সম্পাদিকার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

"উমেশ চন্দ্র দত্ত ধন ভাণ্ডার" সম্পাদিকা।

## চাঁদার তালিকা।

| নাম | টাকা |
|---|---|
| শ্রীমতী অবলা বসু | ১০০ |
| „ স্বর্ণপ্রভা বসু | ১০০ |
| „ নির্ম্মলা সরকার | ৫০ |
| „ বনলতা দাস | ৫০ |
| „ প্রতিভা দেবী | ২৫ |
| „ লীলাবতী মিত্র | ২৫ |
| „ মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায় | ১০ |
| „ কমলিনী রায় | ১০ |
| „ সুবর্ণপ্রভা বসু | ১০ |
| „ লাবণ্যপ্রভা সরকার | ৫ |
| „ হেমপ্রভা বসু | ১০ |
| „ সুশীলাসুন্দরী মিত্র | ২০ |
| „ কুমুদিনী দাস | ১০ |
| „ সুরবালা ঘোষ | ৫ |
| „ সুবালা সরকার | ৫ |
| „ নগেন্দ্রবালা বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫ |
| „ শান্তশীলা মজুমদার | ৫ |
| „ প্রফুল্লবালা দাস | ৫ |
| „ শকুন্তলা সেন | ৫ |
| „ রাজলক্ষ্মী সেন | ৫ |
| শ্রীমতী অন্নদায়িনী সরকার | ৫ |
| „ সরোজিনী সরকার | ১০ |
| „ গিরিবালা সরকার | ১০ |
| „ ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র | ২ |
| „ ক্ষীরোদবাসিনী সরকার | ৫ |
| „ শিশিরকুমারী দত্ত | ২৫ |
| „ হেমন্তশশী দাস | ৫ |
| „ বিধু মুখার্জ্জি | ১০ |
| „ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী | ৫ |
| „ হেমলতা সরকার | ২ |
| „ অবন্তী ভট্টাচার্য্য | ১ |
| „ সুশীলা ঘোষাল | ১ |
| „ ইন্দুবালা ঘোষাল | ১ |
| „ সরোজিনী ঘোষাল | ১ |
| „ বিরাজমোহিনী ভট্টাচার্য্য | ১ |
| „ নির্ঝরিণী ঘোষ | ১ |
| „ কুমুদিনী বসু | ১ |
| „ রমলা বসু | ৫ |

(ক্রমশঃ)

# স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি।

স্ব শব্দের অর্থ আপন, সুতরাং স্বদেশ বলিলে নিজের দেশ বলিয়া বুঝি। যাঁহার যতটুকু "স্ব" জ্ঞান, তিনি সেই পরিমাণে স্বদেশের অর্থটুকু লইতে পারেন। অতি ছোট শিশুর হাতে একটী মিষ্টান্ন দিয়া জিজ্ঞাসা করুন—আমাকে একটু দিবে? সে বলিবে "না"—"এ আমার, দিব না"—তাহার "স্ব" জ্ঞান সে ভিন্ন অপর কাহার প্রতি হয় নাই। তাহার পর সেই শিশু যখন একটু বড় হয়, সে সেই মিষ্টান্নের অংশ তাহার ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে না দিয়া একাকী ভক্ষণ করিতে পারে না। তখন বুঝিতে হইবে তাহার "স্ব" জ্ঞান কিছু প্রসারিত হইয়াছে। ক্রমে যখন তদপেক্ষা বড় হয়, তখন সে তাহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ আত্মীয় স্বজনকে ভাগ দিয়া সুখানুভব করে; সেইরূপ জন সাধারণ পূর্ব্বে স্বদেশ বলিতে নিজের জন্মস্থান বুঝিতেন, ক্রমশঃ শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন একটু একটু করিয়া প্রসারিত হইতেছে। স্বদেশ বলিলে এখন আমরা কি বুঝি? ২০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা বুঝিতাম এখন আর তাহা বুঝি না। স্বদেশ বলিলে হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আমাদের এখন স্বদেশ বলিয়া মনে হয়, কারণ আমাদের সুখ, দুঃখ, শিক্ষা, লক্ষ্য, চিন্তা, ভাব, আশা সমস্তই এক, সুতরাং সমগ্র ভারতবাসীকে ভাই বলিয়া জ্ঞান করি। বরিশালে দুর্ভিক্ষ হইলে কেন সেই পঞ্চনদবাসী আকুল হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভ্রাতাদিগের সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন?—তাহার কারণ শিক্ষার সহিত হৃদয়ের বিস্তৃতি। তাঁহারা আমাদিগকে ভ্রাতৃস্বরূপ মনে করেন, আমরাও তাঁহাদিগকে সেই চক্ষে দেখি। ঐ যে এক "মহাপুরুষ" নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, সমগ্র বঙ্গবাসী তাঁহার জন্য কেন নিশিদিন অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন?—তিনি যে দুঃখিনী ভারতজননীর সুসন্তান, তাই ভারতবাসী আজ এত মলিন, এত উদ্বিগ্ন, এত ম্রিয়মাণ। শিক্ষা প্রেমপ্রসূ। শিক্ষা হইতেই ভালবাসা ও সহানুভূতি জন্মে। শিক্ষার গুণে আজ আমরা সেই পুরুষরত্নকে ভাই বলিয়া ডাকিয়া এক অভিনব সুখাস্বাদন করিতেছি। এখন স্বজাতি বলিলে কেবল বাঙ্গালী জাতি বুঝি না, সমগ্র ভারতবাসীই আমাদের স্ব-জাতি। এই স্বজাতির উন্নতির জন্য আজ বঙ্গবাসী—বঙ্গবাসী বা বলি কেন ভারত—এত উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, ব্যস্ত। কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিব, তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

বর্ত্তমান অবস্থায় শিল্প ও বাণিজ্যের

উৎকর্ষ সাধন না করিলে আমাদের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। এই শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য জাপান, ইংরাজ, জর্ম্মনী এত উন্নত ও এত অর্থশালী, কিন্তু ইহাদের সহিত আমাদের তুলনা হয় না। দেশীয় দ্রব্য গ্রহণের অর্থই বিদেশীয় দ্রব্যের বর্জ্জন। দেশীয় দ্রব্যের প্রচলন হইলেই বিদেশীয় বণিক্‌দের স্বার্থহানি হইবে, সুতরাং আমাদের শিল্প বাণিজ্যের প্রসারণে নানারূপ বিভীষিকা উপস্থিত হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? কিন্তু আমাদের তাহাতে ভীত বা কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইলে চলিবে না, কারণ এই মাতৃভূমিপূজা সামান্য যজ্ঞ নহে। ইহা জাতীয় মহাযজ্ঞ, এই পবিত্র রাজসূয় যজ্ঞ সমাধান করিতে আমাদিগকে কত-শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। এই যজ্ঞের আহুতি "বিদেশী বর্জ্জন" ও দক্ষিণা "স্বার্থত্যাগ"। এই আহুতি ও দক্ষিণার প্রভাব সামান্য নহে। জাপান আজ এই দক্ষিণার বলেই এত বলীয়ান্। যদি আমাদের অর্থশালী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ অর্থ দ্বারা এক একটী ব্যবসায়ের উন্নতি বিষয়ে উদ্যোগী হন, তবে "মা"র মলিন মুখে আবার হাসির রেখা দেখা দিবে। যদি ধনবান্ ব্যক্তিগণ কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিয়া জননী জন্মভূমির দুঃখ বিমোচনের চেষ্টা করেন, স্বদেশের পুনরুত্থানের জন্য কৃতসংকল্প হন, তবে অচিরেই আবার শ্মশান ভারত ত্রিদিবের নন্দনকাননে পরিণত হইবে। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ব্যায়ামশিক্ষা করিতে হইবে, কারণ শারীরিক বলাধান ব্যতীত মানসিক তেজস্বিতা পরিদৃষ্ট হয় না। ক্ষীণকায় ব্যক্তি স্বভাবতই দুর্ব্বলচিত্ত ও ভীরু হইয়া থাকে। তাহাদের হইতে সমাজের উন্নতির আশা কোথায়? আমরা ক্রমশঃ আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইতেছি। আমাদের সে আত্মোন্নতির চেষ্টা কোথায়? আমাদের সে স্বার্থত্যাগ কোথায়? আমাদের সে সহানুভূতি ও স্বদেশপ্রেম কোথায়—যে আত্মমর্য্যাদা, যে সহানুভূতি, যে ভালবাসা, যে স্বার্থত্যাগে জাপান আজ জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে। যে জাতি ছোট থাকিয়া সন্তুষ্ট, কে তাহাকে বড় করিবে? যদি নিজ স্বার্থের জন্য আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দাও, তোমাদের কথা স্বতন্ত্র। কবি সত্যই গাহিয়াছিলেন।

"ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবনে
রক্ষা চ শাকোটকে,
হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে,
কাকে চ নিত্যাদরঃ।
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা
কর্পূরকার্পাসয়োঃ,
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণে
দেশায় তস্মৈ নমঃ॥"

যে দেশের লোকে চন্দন গাছ, আম্র-গাছ, চম্পক গাছ কাটিয়া সজিনা গাছ রাখিয়া দেয়, কোকিল, হংস, ময়ূর মারিয়া দাঁড়কাক পোষে, হাতি দিয়া গাধা

ক্রয় করে এবং কর্পূর ও কার্পাসের বিভিন্নতা চিনিতে পারে না, দূর হইতে সেই দেশকে নমস্কার করি।

তাই বলি, হে ভারতবাসী! যদি দেশের উন্নতি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে মৌলিক শিক্ষার বিস্তৃতির চেষ্টা কর, স্বার্থ পরিহার কর; আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইও না; নয় চিরকালের জন্য একবারে রসাতলে যাও। হে মাতৃ-স্বরূপিণী মহাবলবিধায়িনী ভারত-রমণীগণ, আপনারা যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে বিলাতী পণ্য আর কখনও স্পর্শ করিবেন না, স্বদেশজাত দ্রব্য সাদরে গ্রহণ করিবেন, তবেই আবার ভারতে শিল্পোন্নতির আশা। আমাদের বিশ্বাস, আপনারা চেষ্টা করিলে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। জলন্ত দৃষ্টান্ত "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল।" আমাদের পিতা যদি কুৎসিত হ'ন, তাঁহাকে কি আমরা পিতা বলিব না? অপর আর এক সুশ্রী ব্যক্তিকে কি পিতা বলিয়া সম্বোধন করিব? ভারতীয় পণ্য আমাদের পিতার স্বরূপ আর বিদেশীয় পণ্যকে নীচ কুলোদ্ভব সুন্দর ব্যক্তি বলিয়া সকলে মনে করিবেন।

আপনাদের স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, আত্মীয় দিবানিশি কঠোর পরিশ্রম করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন তাহা কি বিদেশীয় বণিকের করে অকাতরে অর্পণ করিবেন, আর আজ আপনার স্বদেশের শত শত নর নারী অন্নাভাবে কঙ্কালসার, সে দৃশ্য দেখিয়াও কি দেখিবেন না। আপনারা দুঃখিনী জননী জন্ম-ভূমির দুঃখ বিমোচনের জন্য, আত্মীয় স্বজনের ভবিষ্যতের সুখের জন্য, স্বদেশের কল্যাণের জন্য, এই পুণ্য যজ্ঞের আহুতি স্বরূপ বিদেশীবর্জ্জন করুন, আপনাদের কীর্ত্তিগাথা সুবর্ণ অক্ষরে ভারতীয় ইতি-হাস-গগনে "ধ্রুবতারার" ন্যায় জাজ্বল্য-মান থাকিবে। সকলে একতা ও আত্ম-নির্ভরতা শিখুন।

আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানই জাতীয় সমুন্নতির মূল। আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান হইতেই পুরুষকার এবং পুরুষকার বা পৌরুষ দ্বারাই দেশ বা সমাজ সমুন্নত হয়।

সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং বিচিন্বন্তি ত্রয়ো জনাঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্॥

এই ধরণী স্বর্ণপুষ্প-প্রসবিণী কল্পলতা; যিনি 'শূর' অর্থাৎ কর্ম্মবীর, কৃতবিদ্য অর্থাৎ ধর্ম্মবীর, এবং যিনি পদার্থ সকলের ব্যবহার জানেন, তিনিই এই কল্পলতার স্বর্ণপুষ্পচয়নে অধিকারী।

শ্রীফণীন্দ্র নাথ দত্ত
মজিলপুর।

# বার্ষিক।

(১)
সকলি কি গেছ ল'য়ে, চির তরে মুছিয়া।
অভাগীর তরে কিছু যাও নাই রাখিয়া?
শ্মশানেতে হ'লে ছাই, কিছুই কি চিহ্ন নাই
জাহ্নবী কি ল'য়ে গেছে সব চিহ্ন মুছিয়া।
এ অভাগীর তরে কিছু যাও নাই রাখিয়া॥

(২)
সকলি কি ল'য়ে গেছ, চিরতরে মুছিয়া?
অভাগীর তরে কিছু যাও নাই রাখিয়া॥
মিশিয়াছ শ্মশানেতে, ধ্বংস কি গো পঞ্চভূতে
জাহ্নবী কি সব চিহ্ন ফেলিয়াছে মুছিয়া?
অভাগীর তরে কিছু যাও নাই রাখিয়া?

(৩)
সকলি কি ল'য়ে গেছ, আমায় না বলিয়া।
অশ্রুত বহিছে সদা এ কপোল বহিয়া॥
হৃদি ভরা অন্ধকার, প্রাণে ভরা হাহাকার।
"বিদায় বিদায়" ধ্বনি কাণে যায় পশিয়া॥
তুমি কি গো যেতে পার আমায় না বলিয়া॥

(৪)
সকলি কি গেছ ল'য়ে আমায় না বলিয়া?
শৈশব হইতে কভু নাহি যেতে চলিয়া॥
শেষ দিনে ভোলো নাই, আমায় ডাকিলে তাই!
"বিদায় বিদায়" রবে কণ্ঠ গেল রুধিয়া।
তুমি কি গো যেতে পারো আমায় না বলিয়া॥

(৫)
সকলি কি ল'য়ে গেছ চির তরে মুছিয়া।
এ অভাগীর তরে কিছু যাও নাই রাখিয়া॥
কার ধর্ম্ম কার প্রেম, বল দেব অনুপম।
অশান্ত পরাণ রাখে তুফানেতে বাঁধিয়া।
কিছুইত লও নাই সব গেছো রাখিয়া॥

(৬)
কেন গো লুটায় সদা এ অবিশ্বাসী হিয়া।
তোমার সৌরভ ভরা তবু পড়ে ভাঙ্গিয়া॥
আমার হৃদয়াসনে, পরিবার পরিজনে,
তোমার ও শুভ্রালোক রহিয়াছে ঘেরিয়া।
সকলি ত রেখে গেছ কিছু যাওনি লইয়া।

২০ শে আগষ্ট।

---

# বামাবোধিনীর শুভ জন্মোৎসব সভা।

বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৮ই ভাদ্র ২৫শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্নে স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ৯নং আণ্টনী বাগান লেন ভবনে পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা হয়। অনেকগুলি নারীহিতৈষী পুরুষ ও নিম্নলিখিত

মহিলাগণ এই সভাতে যোগদান করিয়াছিলেন—

শ্রীমতী হেমলতা রায়
„ লীলাবতী মিত্র
„ কুমুদিনী মিত্র বি, এ,
„ বাসন্তী মিত্র বি, এ,
„ নিস্তারিণী দেবী
„ শান্তশীলা মজুমদার
„ বিরাজমোহিনী দেব
„ বসন্তবালা দেব
„ প্রেমলতা দেব
„ নৃত্য কুমারী সরকার
„ শ্যাম কুমারী চট্টোপাধ্যায়
„ সরোজ বাসিনী মিত্র
„ রাধারাণী মিত্র
„ শরৎশশী চট্টোপাধ্যায়
„ বিভু বালা দেব
„ ঊষা প্রভা দত্ত
„ প্রফুল্ল বালা দেব

প্রভৃতি

কয়েকটী বালিকা সঙ্গীত করিলে, সভাপতি মহাশয় এই শুভদিনে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিলেন যাঁহার অশেষ চেষ্টায় ও যত্নে বামাবোধিনী এই দীর্ঘকাল তাহার জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে এই শুভদিনে আমাদিগের মধ্যে থাকিয়া কত উৎসাহদান করিয়াছেন, সেই মহাত্মা স্বর্গীয় বামাবোধিনী-সম্পাদক-মহাশয়ের পুণ্যময় চরিত্রের বিষয় সভাপতি মহাশয় গলদশ্রুলোচনে আলোচনা করিয়া সভা আরম্ভ করেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল তাহা তিনি অতি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় সুন্দর রূপে বর্ণনা করেন। যখন বঙ্গসমাজ ঘোর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, যখন স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে তাঁহাদিগের বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ অবশ্যম্ভাবী, এবং বিদ্যাশিক্ষা করিলে স্ত্রীলোকের চরিত্র দূষিত হয়, এই রূপ অমূলক ধারণা সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, সেই সময় হইতে যে সকল মহাত্মারা সেই ঘোর কুসংস্কার দূর করিয়া অল্পে অল্পে অন্তঃপুরে নারীজাতির কোমল বৃত্তিগুলির পরিস্ফুটনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, মহাত্মা উমেশ চন্দ্র মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী। তিনি এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে কিরূপে অল্পে অল্পে সেই কুসংস্কাররূপ ঘোর অন্ধকার দূর করিয়া নারীজাতিকে জ্ঞানালোকে ভূষিতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আজ কত নারী তাঁহাদের প্রতিভাবলে পুরুষদের সমকক্ষ হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ তালিকায় তাঁহাদের নাম স্থান লাভ করিয়াছে, কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ দৃষ্টান্ত আদৌ ছিল না।

সেই মহাত্মার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য এবং অদ্য এই স্থানে সকলের সমবেত হইবার

প্রধান উদ্দেশ্য সেই কর্ত্তব্য পালন করা। তাঁহার কীর্ত্তি চিরজীবিত করিয়া রাখাই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার প্রধান উপায়। এই অর্দ্ধ শতাব্দীকাল তিনি অশ্রান্ত যত্নে এই স্ত্রীশিক্ষার মুখপত্র বামাবোধিনীকে জীবিত রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য যাহাতে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহা নিজ কর্ত্তব্য পালনে বিরত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত না হয়।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু ও মানকুমারী বসু যাঁহারা বহুদিন হইতে বামাবোধিনীর উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে স্বতঃ পরতঃ যত্নবতী আছেন, তাঁহারা ইহার উন্নতি ও স্থায়িত্ব বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তাহা এই স্থলে পঠিত হয়। নিম্নলিখিত মহাত্মারা ইহার কার্য্যনির্ব্বাহ ও তত্ত্বাবধান এবং প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচনের ভার গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার } তত্ত্বাবধায়ক।
" যদুনাথ চক্রবর্ত্তী }
" বিপিনচরণ বসু ... কার্য্যাধ্যক্ষ।
" সুকুমার দত্ত ... প্রকাশক ও তত্ত্বাবধায়ক

বামাগণের প্রবন্ধনির্ব্বাচক।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।
পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন।
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু ( মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীলেখক )
" যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বামাবোধিনীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও ইহাকে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকারূপে পরিণত করিবার জন্য কতকগুলি বিদুষী মহিলা ও কয়েকটী নারীহিতৈষী পুরুষদিগকে লইয়া একটী অধ্যক্ষসভা গঠিত হয়, তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ইহার সম্বন্ধে কোনো নূতন কর্ত্তব্য প্রণালীর বিষয় চিন্তা করার ভার ও ইহার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন। স্থিরীকৃত হয়, এই পত্রিকাতে সাধারণ হিতকর প্রবন্ধসকল স্থান প্রাপ্ত হইবে। ইহা জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম নিরপেক্ষ হইয়া বিশ্বজনীনভাবে পরিচালিত হইবে। ইহাতে বামারচিত উপাদেয় প্রবন্ধ সকলের প্রাধান্য রক্ষিত হইবে।

স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা বিষয়ে শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসুর প্রস্তাব, আয়োজন ও উদ্যোগ জন্য এবং বামাবোধিনীর উন্নতি বিষয়ে তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ও অনুরাগের জন্য সভাপতি মহাশয় তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনন্তর সমবেত নরনারীগণ সভাপতির প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও প্রীতি প্রকাশ করেন। অনন্তর সকলে স্বর্গীয় মহাত্মার পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত দুটী কবিতা সভায় পঠিত হয়। কবিতা দুটী আগামীবারে প্রকাশ হইবে।

## পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বেদমহাসি—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।/০ আনা। বালক বালিকাদিগের জন্ম উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে ছাপা উত্তম বাঁধান পুস্তক। ইহাতে গদ্যে পদ্যে ১৭টী প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি কৌতুকজনক ও শিক্ষাপ্রদ। ইহাতে হাস্যোদ্দীপক কতকগুলি উৎকৃষ্ট ছবি আছে।

২। খোকার মার গান—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।/০ আনা। ইহাতে ২৩টী গান আছে, সকলগুলি খোকাকে ঘুম পড়াইবার বা আদর করিবার। বাঙ্গালী মেয়েদের এ গুলি শিখিলে উপকার আছে।

৩। বালিকা হিতপাঠ দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।/০ আনা। বালিকাদিগের নীতিশিক্ষার উপযোগী উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আছে। বালিকা-বিদ্যালয়ে এরূপ পুস্তক পাঠ্য হইবার যোগ্য।

৪। রেণুকণা—শ্রীনিস্তারিণী দেবী প্রণীত। একটী শিশু কন্যার জীবনে যেরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা সকল ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহাকে স্বর্গের দূত বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকর্ত্রী যেরূপ ভাবে ইহার ক্ষুদ্র জীবনটী বর্ণনা করিয়াছেন, হৃদয়ের ভাষা গদ্য ও পদ্যচ্ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে সহৃদয়গণ ইহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন।

৫। গল্প—শ্রীঅনুরূপাসুন্দরী দাসগুপ্তা প্রণীত। লেখিকা প্রীতি ও পূজা, ভাব ও ভক্তি প্রভৃতি সুন্দরগ্রন্থে আপনার কাব্যরচনা শক্তির পরিচয় দিয়া, উপন্যাস গ্রন্থরচনায় আপনার স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। লিপিচাতুর্য্যে, কল্পনাবৈচিত্রে এবং ভাবমাধুর্য্যে তাঁহার গল্পগুলি প্রশংসনীয়। তাঁহার শক্তি আরও বিকসিত ও সুনিয়মিত হইলে সাহিত্যজগতে তিনি কীর্ত্তিমতী হইয়া থাকিবেন।

## নূতন সংবাদ।

স্বর্গীয় মহাত্মা বামাবোধিনীসম্পাদক মহাশয়ের স্বর্গারোহণে আমরা বামাবোধিনীর গ্রাহক গ্রাহিকা অনেকের নিকট হইতে তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতিসূচক পত্র পাইয়াছি, কিন্তু সকলকে পত্রোত্তর দিবার সুবিধা না হওয়ায় আশা করি, তাঁহারা ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

মহিলাদিগের সাহিত্য সভা—কিঞ্চিদধিক দুই মাস হইল বাঙ্গালোরে

মহিলাদিগের একটী সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্পদিন মধ্যেই সভার উন্নতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মহিলারা শ্রীনিবাস ধর্ম্মমন্দিরে সমবেত হইয়া বিবিধ গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র পাঠ এবং সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়া থাকেন—গত অধিবেশনে এই সভায় ৮৭ জন মহিলা মিলিত হইয়াছিলেন। অনেকে পূর্ব্বে প্রস্তুত না হইয়াও অনর্গল বক্তৃতা করিয়াছেন।

৩। জাপানী ও ভারতবাসীর বিবাহ বন্ধন—ঢাকা নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মল্লিকের কন্যা কুমারী হরিপ্রিয়া মল্লিকের সহিত বুলবুল্ সোপ ফ্যাক্টরীর জাপানী কারিগর শ্রীযুক্ত ওমেদ তাকদারের পরিণয় কার্য্য ব্রাহ্মপদ্ধতি মতে সম্পন্ন হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশে একটী ভয়ানক কুপ্রথা আছে। বালিকাদিগকে হিন্দু দেবতাদিগের সহিত কৃত্রিম বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে ব্যভিচারিণী করা হয়। তত্রত্য ডাক্তার ভাণ্ডারকার প্রমুখ বহুতর ভদ্র ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপকসভার অভিমতানুসারে আবেদনের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন। প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদিগের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন উপায় করিতে অক্ষম। তাহাদিগের শিক্ষা ও তদীয় পিতা ও অভিভাবকদিগের সুশিক্ষা দানই এই দুর্নীতি নিবারণের একমাত্র উপায়। অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদিগের উদ্ধারের ভার গবর্ণমেণ্ট লইবার জন্য মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিতে পারেন, কিন্তু সেই সকল কুমারীর শিক্ষা ও রক্ষণের জন্য স্থানাদির প্রয়োজন। অতএব তদ্বিষয়ে আবেদনকারীদিগের অভিমত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

সিংহলদ্বীপ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সেতু নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। পাঠিকারা মানচিত্রে দেখিতে পাইবেন যে ভারতবর্ষ এবং সিংহলের মধ্যে যে পকষ্ট্রেট নামে একটী প্রণালী আছে, তন্মধ্য দিয়া ২২ মাইল দীর্ঘ একটী বালুকাময় সেতু আছে, যাহা সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে প্রাচীন ভারতে প্রসিদ্ধ এবং অধুনাতন ইংরাজগণ যাহাকে আদমেরসেতু (Adam's bridge) বলিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে, কাঠবিড়ালী সেতু নির্ম্মাণকরিয়াছিল। এখন মান্দ্রাজ দেশীয় গবর্ণমেণ্ট এবং সিংহল গবর্ণমেণ্ট সেই সেতু পুনর্নির্ম্মাণ করিবেন।

আমেরিকার একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত মনুষ্যের মৃত দেহ ওজন করিয়া বলিয়াছেন যে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে দেহের পরিমাণ ½ আউন্স হইতে ১¾ আউন্স পর্য্যন্ত হ্রাস হয়, সুতরাং দেহ হইতে আত্মা বহির্গত হওয়াই ইহার কারণ। অন্য কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই মতের অনুমোদন করেন নাই। কেহ কেহ কুকুরের দেহ ওজন

করিয়া কোন হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পান নাই। কুকুরের আত্মা নাই!

এই বৎসর মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর অত্যন্ত নিকট হইবে, সেই জন্য কতকগুলি জ্যোতির্ব্বিৎ আমেরিকায় গমন করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে এই দৃশ্য সুন্দররূপে পরিদৃষ্ট হইবে। ১৫ বৎসর মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর এরূপ নিকটবর্ত্তী হয় নাই। জুলাই মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহারা তথায় দর্শন করিবেন। এণ্ডিস পর্ব্বতশিখরে টড সাহেব দর্শন করিবেন, সেখানে বায়ুমণ্ডল প্রশান্ত। ধন্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের অধ্যবসায়।

অনেক দিন আলোচনা ও চিন্তার পর বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় একটী সমাজহিতকর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কোন বিদ্যালয়, ছাত্রনিবাস, ভদ্রপল্লী, উপাসনালয় প্রভৃতি স্থানে কোন ব্যক্তি বেশ্যালয় অথবা দুর্নীতির পোষকতা উদ্দেশে হোটেল প্রভৃতি রাখিতে পারিবে না। কোন বেশ্যা উপরিউক্ত স্থানসমূহে বাস করিতে পারিবে না।

বিগত বর্ষে ২০৮৪ জন লোক বন্য জন্তু ব্যাঘ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এবং ২২৮৫৪ ব্যক্তি সর্প দংশনে মৃত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, মাদ্রাজ বম্বাই ও ব্রহ্মদেশে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক অনেক লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। কটক্ প্রদেশে বন্য হস্তী দ্বারা অনেকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বর্ণনারায়ণ সেন নামক একজন বি, এ, উত্তীর্ণ ছাত্রকে মাসিক ৩২৲ টাকা বৃত্তি দিয়াছেন। ইনি ডফ কলেজ হইতে বি, এ, অনার পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, বৃত্তিধারীকে কোন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয় কোন নূতন তত্ত্বের অনুশীলন করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন বন্ধু দাদাভাই নাওরোজী পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ আছেন। তিনি শীঘ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে স্বদেশের হিত ব্রতে সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত এবং সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী ইংলণ্ডে সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণের সর্ব্বাঙ্গীণ সাহায্যের জন্য আনিবেশান্তের চেষ্টায় লণ্ডনে ৮ই জুলাই একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিলাতের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি উহাতে যোগদান করিয়াছেন।

দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষী মহারাণীর নামে নিজ রাজধানীতে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। এই মিথিলাভূমি পূর্ব্বকালে সংস্কৃতচর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান স্থান ছিল। যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এই প্রদেশেই জগতের সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানশাস্ত্র উপনিষদ্‌সকল বিরচিত হইয়াছিল।

# বামারচনা।

## শোকগাথা।

হারালে মা বঙ্গভূমি! কি অমূল্য ধনে।
স্নেহের তনয় তব উমেশ রতনে।
শারদ সুধাংশু সম, সকলেরি প্রিয়তম,
মনস্বী উমেশচন্দ্র ছিলেন ধরায়;
কাঙ্গালিনী হলে মাগো হারায়ে তাঁহায়।

চির জীবনের মত কালের বাত্যায়—
বঙ্গের উজ্জ্বল দীপ নিবিল রে হায়!
মাতৃভূমি জননীর, কেবা আর অশ্রুনীর,
মুছাবে যতনে হায় করি প্রাণপণ?
হারালে মা বঙ্গভূমি! কি অমূল্য ধন!

কর্ত্তব্যে বিনয়ে পূর্ণ হৃদয় উদার,
তেজস্বী উমেশচন্দ্র ছিল মা! তোমার।
সর্ব্ব গুণে বিভূষিত, উচ্চ সে মহান্ চিত,
জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত ছিল সে হৃদয়;
আর কি মা! পাবে অঙ্কে এ হেন তনয়?

বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে নির্ম্মল তপন,
কাল রাহুগ্রাসে আজি তিমিরে মগন।
বিষাদিনী বঙ্গভূমি, চিরতরে কাঁদ তুমি,
ভবিষ্য তোমার দেখি কেবলি আঁধার;
জানিনা মা! তব ভালে কিবা আছে আর।

দেশসেবাব্রতে ছিল নিয়োজিত প্রাণ;
অনাথ হইল কত সৎ-অনুষ্ঠান।
কর্ম্ম-যজ্ঞে সমর্পণ, করেছিলে প্রাণ মন
সেই মহা পুণ্য বলে ওহে মহাপ্রাণ!
বৈজয়ন্ত ধামে আজি করিলে প্রয়াণ।

কি দুর্দ্দিন আজি হায় বঙ্গ-মহিলার!
হিতৈষী বান্ধব হেন পাইব কি আর?
কত না যতন করে, বঙ্গ-ললনার তরে,
অক্লান্ত করিলে শ্রম সেকি ভোলা যায়?
আমাদের ভাগ্যদোষে গেলে দেব হায়!

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজি ভক্তিপুষ্প-হার—
গাঁথিয়া উদ্দেশে পূজি চরণ তোমার।
নিজকৃত পুণ্য-বলে পশিয়াছ সেই স্থলে,
সে স্থান হইতে কর আশীষ বর্ষণ।
স্বদেশের যাহে হয় কল্যাণ সাধন।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

---

## শ্রাদ্ধবাসরে।

কেন এ উৎসব আজি শোকের মাঝারে,
সাধি সংসারের কাজ
পরিশ্রান্ত হয়ে আজ
দেবতা গেছেন চলি দয়াময়ী-ক্রোড়ে
হাতে লয়ে ফুলডালা
যত সব দেববালা

বরণ করিছে তাঁরে প্রফুল্ল অন্তরে
"কৈলাসকামিনী" মাতা
সঙ্গে লয়ে "বিন্দু" সুতা
আসিছেন মহানন্দে দেবে পুজিবারে,
কতদিনে পেয়েছেন আরাধ্য দেবেরে ॥

তাই এই শোক-মাঝে আনন্দ অপার,
রোগে শোকে জীর্ণ দেহ
ছাড়িয়া প্রবাস গেহ
পেয়েছেন আজি তিনি গৃহ আপনার।
পূত কলেবর ধরি
সন্নিধানে পেয়ে হরি,
রোগ শোক যত কষ্ট চলে গেছে তাঁর।
প্রাণেতে শান্তির ভাতি
নয়নে স্বর্গের জ্যোতি
উথলিছে আজি তাঁর সুখ-পারাবার ;
তাই স্মরি আজি হেথা উৎসব ব্যাপার।

সন্তানগণের এই শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি
লও তুমি স্বর্গে থাকি
তাদের অন্তর দেখি
ব্যথিত হৃদয় দেব! তোমা বিনা অতি।
কর দেব! আশীর্বাদ
ঘুচে যাক্ পরমাদ
সংসারে ফুটুক আজি তব পুণ্য-জ্যোতি।
তব উপদেশ স্মরি
যেন সব কাজ করি
পরম পিতার পদে রাখি সদা মতি,
দাও আজি প্রাণে বল জগজ্জির গতি।

সরোজিনী রায়।

---

শেষ।

কনক বরণ মাখি বাসন্তী উষায়,
এসেছিলা ধরাতলে দিনমণি প্রায়।
নীবিড় তিমির নাশি, বিতরি কিরণ রাশি
উজলিলা ধরাতল বিমল বিভায়।
সুসৌরভ যশোরাশি বহেছিল তায়।
ঢালি নিজ মন প্রাণ, স্বার্থে দিয়া বলিদান
সাধিলেন পরহিত করি প্রাণপণ ;
আজ—বামাকুল পিতৃহীন, হইল অনাথ
দীন,
কে সাধিবে নারীহিত করি প্রাণপণ ?
অবলার জ্ঞান আশা হ'ল নির্ব্বাপণ।
কি কথা শুনিনু হায়! হৃদি বিদরিয়া যায়,
দেব! তুমি দেবধামে করেছ গমন ;
না পাব দেখিতে আর রাজীব চরণ।
যাবৎ এ প্রাণ রবে, তাবৎ আমরা সবে
উদ্দেশে ঢালিব পদে ভক্তি অশ্রুধার ;
দুঃখিনী বঙ্গের বালা কিছু নাই আর।
(অবলার আশা শেষ হ'ল এই বার)

কোনও দুঃখিনী
বঙ্গমহিলা

---

কলিকাতা।
২৯।৩ নং মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীশরৎকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ১নং আণ্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

ভারত সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা।

ভারত সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড।